খুতবা জুমা

১১/১১/২০১৬ই

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার আর্থিক কুরবাণীর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, পৃথিবীতে সম্পদের প্রতি মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসা রাখে। এ কারণেই স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লেখা আছে, যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, সে নিজের কলিজা বের করে কারো হতে তুলে দিয়েছে তবে এর অর্থ হল, সে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে। এ কারণেই প্রকৃত ঈমান লাভের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ প্রিয়তম বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য আদৌ অর্জন করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৯৩)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশের বড় একটি অংশ সম্পদ খরচের দ্বিতীয় খাত, যা ছাড়া ঈমান দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয় না। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ না করা পর্যন্তমানুষ অন্যের হিত সাধন কীভাবে করতে পারে? অন্যের হিত সাধন এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আত্মত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এ আয়াত لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ-তেসেই আত্মত্যাগের শিক্ষা ও হেদায়াত দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার মানদন্ড ও মাপকাঠি।

আরো একটি উদ্ধৃতি আছে তা পড়ছি। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত কথা হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যা সকল সুখের কারণ তা অর্জন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক কষ্ট সহ্য করা না হবে। তিনি আরো বলেন, পরম সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা চিরস্থায়ী আনন্দ ও আরাম-আয়েশের আলো সেই সাময়িক কষ্টের পরই মুমিনের লাভ হয়।

আজকের বিশ্ব মনে করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং একে নিজের আরাম-আয়েশ এবং সাচ্ছ্যন্দের লক্ষ্যে ব্যয় করাই তাদের জন্য আনন্দ এবং প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যার মাঝে ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সে জানে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তা'লা এ পৃথিবীর নেয়মতরাজি আর সুযোগ-সুবিধা মানব জাতির জন্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাকওয়ার পথে পদচারণা, আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য দেয়া। এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন আরহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সৎকর্ম করার মাধ্যমেইপ্রকৃত শান্তি লাভ হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্তপুণ্য এর প্রকৃত মানে পৌঁছতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ধন-সম্পদ এমন একটি বিষয় যার প্রতি মানুষ গভীর ভাবে আসক্ত।

আজকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই, পৃথিবীর সমস্ত নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলাএবং হানাহানিরকারণ হল, সম্পদের মোহ এবং লালসা। একজন দুনিয়াদার জগতের কীট এটিও জানে না যে, তার কাছে যদি প্রভূত সম্পদ এসে যায় তবে সে তা কিভাবে খরচ করবে? এ সব দেশে অর্থাৎ পাশ্চাৎতে, যাদেরকে উন্নত বিশ্ব আখ্যা দেয় হয়, নিঃসন্দেহে এখানে অনেক সম্পদশালী মানুষ রয়েছে কিন্তু তারা কোন খাতে খরচ করে? যে সব খাতে তারা খরচ করে তা হল, ক্যাসিনো বা জুয়ার আসর, এখানে গিয়ে তারা ভোগ বিলাস করে এবং জুয়ার পিছনে অর্থ ব্যয় করে। বরং মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও একই, মুসলমানরাও এখানে এসে এ ধরণের বিলাসীতার পিছনে অর্থ-সম্পদ উড়িয়ে বেড়ায়। বরং তাদের নিজেদের দেশে এমন এমন জায়গা রয়েছে যেখানে নির্বিচারে অর্থ অপচয় বা নষ্ট করা হয়। কিছুকাল পূর্বে আমি একটি পত্রিকায় আইসক্রীমের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি। এটি দুবাইয়ের একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন ছিল, এতে এক কাপ যাতে দুটি বা তিনটি আইসক্রীমের স্কুপ ছিল আর এর মূল্য ছিল সাড়ে আটশত ডলার। অর্থাৎ অমুক জায়গার জাফরান এতে ব্যবহার করা হয়েছে, অমুক জায়গার অমুক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর উপর স্বর্ণের কভার লাগানো হয়েছে। সাড়ে আটশত ডলারে একটি দরিদ্র দেশের একটি পুরো পরিবার

অনায়াশে সুন্দর ভাবে দিন নির্বাহ করতে পারে। কিন্তুএ অর্থ তারা এক কাপ আইসক্রীমের পিছনে নষ্ট করে। অতএব, যাদের কাছে অঢেল অর্থ থাকে তারা জানেই না যে, এ অর্থ কিভাবে ব্যয় করতে হবে এবং কিভাবে এর দ্বারা মানুষিক প্রশান্তি লাভ করা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে এরা খরচ করে কিন্তু তা শুধু তাদের বিলাসীতার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি বা পুণ্যে খাতিরে নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণী, যার উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আলোকপাত করছেন তা হল, প্রকৃত তাকওয়া ও ঈমান লাভের জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এসব বিলাসীতার পিছনে সম্পদ নষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সাথে সহমর্মিতার খাতিরে তোমরা ব্যয় কর। তোমরা যদি এটি না কর তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে অভাবিদের অভাব অনটনের প্রতিওদৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ও তাদেরকে খোদার নিকটতর করার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। রাসূলে করীম (সা.) ব্যাকুল ভাবে উৎকন্ঠিত থাকতেন আরএর উল্লেখ কুরআন করীমেও এসেছে। যার প্রেক্ষপটে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, মানুষকে এ অবস্থা দেখে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?কী অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) বিচলিত হতেন? সেটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের দুরত্ব এবং ঈমান হতে তাদের দুরত্বপূর্ণ অবস্থা। মহানবী (সা.) নিজেকে এ জন্য কষ্ট পেতেন যে, ঈমান না আনার কারণে আল্লা্হ তা'লার হাতে তারা ধৃত হবে এবং শাস্তি পাবে। অতএব, এ যুগেও জাগতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এ জন্য ব্যয় করা এবং গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা করাআবশ্যক। আমাদের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (আল্লাহ্র পথে)আর্থিক খরচ করা আবশ্যক। কেননা হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতারকাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই হেদায়াত যা রাসূলে করীম (সা.) সমগ্র মানবতার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। যার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তিনি (সা.) উৎকন্ঠিত ছিলেন, এর পূর্ণতার এটিই যুগ, যখন সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম নাগালের মধ্যে রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর যেভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল অনুরূপভাবে এ দায়িত্ব এখন তাঁর মান্যকারীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা অঙ্গিকার করে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। সম্পদশালীরা বিলাসীতার পিছনে সম্পদ নষ্ট করে। তদের কাছে এত অঢেল সম্পদ রয়েছে যে, তারা সিদ্ধান্তই নিতে পারে না, তারা কোথায় এবং কিভাবে খরচ করবে? সকল চাহিদা পূরণের পরও তারা বুঝে না, এ সম্পদ দিয়ে তারা কী করবে? কেননা তাদের মাঝে ধর্ম এবং মানুষের সহানুভূতিরবিষয়টি প্রায় থাকে না বললেই চলে।কাজেই বিলাসীতা এবং বৃথা কার্যকলাপ ছাড়া তাদের চোখে আর কিছুইপরে না। কিন্তু মুমিন তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা শুধু অতিরিক্ত সম্পদই নয় বরং প্রকৃত পুণ্যর অর্জনের জন্য এবং এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে সেইসম্পদ থেকে ব্যয় কর যে সম্পদকে তুমি ভালোবাস।এতে সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু সম্পদশালী মানুষও কোন কোন দাতব্যকর্মে খরচ করে, আবার সদকা-খায়রাতও করে। কিন্তু তাদের ব্যয় তাদের আয়ের তুলনায় অতি নগন্য হয়ে থাকে আর তাও আবার নিয়মিত করা হয় না। অতএব, নিয়মিত ভাবে, সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং পুণ্য লাভের আশাশুধু মুমিনই খরচ করে। বর্তমানযুগে আহমদীয়া জামাতই মুমিনদের সে জামাত যারা একটি ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে এই খরচ করে থাকে। যারা ইসলামের প্রচারে জন্য খরচ করে, যাতে বিভিন্ন মাধ্যমে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। আর অনেকে এমনও আছে যারা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে এই আর্থিক কুরবানী করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ব্যয় করে যে, যেখানে এই খরচ খোদার নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ভাজন বানাবে সেখানে এ নিশ্চিয়তাও রয়েছে যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক ভাবে এবং সঠিক খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে। অ-আহমদীরাও নির্দ্বিধায়/অকপটে স্বীকার করে যে, জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয়ের পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি। আমাদের কাবাবিরের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছে, জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তাদের দু'জন ভিন দেশী অতিথি নিয়ে আমাদের কাবাবির মিশন হাউজে আসেন। তাদের সাথে জামাত সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ হয়। জামাতের

ব্যবস্থাপনার কথা তাদেরকে জানানো হয়। এ সব অতিথির মধ্যে অষ্ট্রিয়ান একজন প্রফেসরও ছিলেন। তিনি আলোচনার শেষের দিকে বলেন, আহমদীয়া জামাতের যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হল, আপনাদের জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সচ্ছ ও পবিত্র। তিনি বলেন, পবিত্র সম্পদের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়ন হয়তো আপনাদের অদৃষ্টেই লেখা আছে আর এ জন্য আমি আপনাদের মুবারকবাদ জানাই। আর চাঁদা জন্য সম্পদ পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বৈধ ভাবে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দিতে হবে, প্রতারনার ভিত্তিতে উপার্জিত অর্থ যেন না হয়, কর ফাকি দেয়া অর্থে যেন চাঁদা দেয়া না হয়, দুর্নীতির ভিত্তিতে উপার্জিত সম্পদ যেন না হয়।চাঁদাও তাদের কাছে থেকে নেয়া হয় যাদের সম্পর্কে জানা থাকে যে, এ অর্থ অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ নয়, কেউ যদি এমন থাকে তবে তার কাছ থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা জামাত চাঁদা নেয় না। আর জানার পরও যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হয় আর আমি যদি জানতে পারি তবে হয় চাঁদা ফেরত দেয়া হয় নতুবা সে সব পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল, ত্যাগ স্বীকার করে দেয়া এবং পবিত্র সম্পদ থেকে দেয়া তবেই এটি কল্যাণ বয়ে আনে। অ-আহমদীদের জানানো হলে তারাও এ কথা স্বীকার করে যেভাবে সেই প্রফেসর করেছেন। একজন দুনিয়াদার বস্তুবাদি মানুষও এটি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এদের মাধ্যমেই বিপ্লব সংগঠিত হবে। সুতরাং যতক্ষণ আমাদের নিয়্যত পবিত্র থাকবে, যতদিন আমরা পবিত্র সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখাব এবং তা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করব ততদিন আমরা নিশ্চিতভাবেবিপ্লব ঘটানোর কারণ হব। আর এ বিপ্লব আমাদের জন্য নির্ধারিত কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা কোন জাগতিক বিপ্লব ঘটাব না ঘটাব আধ্যত্মিক বিপ্লব। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে, একত্ববাদ প্রচার করতে হবে আর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করতে হবে। আর এগুলো কোন মানুষের বানানো কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা এই কাজ সমাধা করবে, যারা তাঁর এ কাজের পুর্ণতার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে।

তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা (রা.) নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার উপমা পৃথিবীর ইতিহাসে খুজে পাওয়া ভার।তাঁরা তাঁর খাতিরে সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাকে সহজ জ্ঞান করেছেন, এমনকি প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, স্বীয় ধন-সম্পদ, উপায়া-উকরণ এবং বন্ধু-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তিনি আরো বলেন, একইভাবে আমি দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও তাঁর অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে (অর্থাৎ জামাতের সদস্যদের যে মানের ঈমান এবং তাদের অবস্থা সে তুলনায় সাহাবীদের মর্যদা অনেক উঁচু ছিল কিন্তু এ যুগের সাহাদীদের মর্যাদাও অনেক উচ্চ যাঁরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেছেন।) তিনি বলেন, তাদের অবস্থা এবং মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্ তাদেকে এক বিশেষ উদ্দিপনা দান করেছেন। আর তারা বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

জামাতের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, আমার ধর্মীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময়ই তারাদুই হাত খুলে চাঁদা দিয়েছেন। নিজের সামর্থ এবং যোগ্যতা অনুসারে কম-বেশি সবাই এ কাজে অংশ নেন। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কতটা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে তারা এই চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, আমাদের জামাত সেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে যা সাহাবীরা দুঃসময়ে অর্থাৎ অভাব-অনটনের যুগে প্রদর্শন করতেন।

একবার তিনি জামাতের সদস্যদের কুরবানীর মান দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, কীভাবে এরা এত কুরবানী করে?

অতএব, হযতর মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জীবনে এমন বিপ্লব সংগঠিত করেছেন যা জাগতিক কামনা-বাসনাকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করে ধর্মকে প্রাধান্য দিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাঁরা তাঁর হাতে সরাসরি বয়াত করেছিলেন তাঁদের মাঝেকুরবানীর যে চেতনা এবং প্রেরণা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মান কি এখন হারিয়ে গেছে, তা কি তখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? যদি এমনটি হয় তবে জামাত উন্নতির রাজ পথে কখনোই এগিয়ে যেতে পারত না আর উন্নতিও করত না। তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সম্মানের সাথে খ্যতি দান করব। এ জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং ত্যাগী জামাতেরও প্রয়োজন ছিল। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি (আ.) এ শুভসংবাদও দিয়েছিলেন যে, তাঁর তিরধানের পর খেলাফত ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠিত হবে যা তাঁর কাজকে পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিবে আর যার সাথে নিষ্ঠাবানরা যুক্ত হয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করবে। অতএব, আমরা আজ দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি কীভাবে পুর্ণ করে চলেছেন! নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবানদের একটি জামাত রয়েছে যারা খেলাফতের সাথে যুক্ত হয়ে জীবন, সম্পদ এবং সময়ের ত্যাগ স্বীকার করছেন।

যেহেতু আমি আজতাহরীক জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিব তাই আমি এমন কতক কুরবাণী দাতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব যা আর্থিক কুরবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখ।

শুধু ধনী দেশেই নয় বরং দরিদ্র বিভিন্ন দেশ এবং যারা অতি সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তাদের হৃদয়কেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের পর এমনভাবেঘুরিয়ে দেন যে, বিস্মিত হতে হয়। আর্থির অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

গিনি কোনাকরি-র মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, এখানে সোম্ব ইয়াবী নামের একটি জামাত রয়েছে। এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব এ বছর তার মসজিদসহ জামাতে যোগ দিয়েছেন। তাকে যখন জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তাহরীকে জাদীদ-এর গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমি নিজেও চাঁদা ও যাকাত সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেছি কিন্তু আর কোথাও আমি এমন সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গিন অর্থিক ব্যবস্থপনা দেখিও নি এবং এরূপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শুনিও নি। তিনি তখনই চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে প্রতি মাসেই আমাদের পুরো জামাত চাঁদা দিবে। এরা দরিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ। ইউরোপ বা প্রাশ্চাত্যে দারিদ্রের যে ধারণা রয়েছে সেই তুলনায় এদের দরিদ্রতা শোচনীয় পর্যায়ের কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে এরা সবচেয়ে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত মানুষ।

এটি শুধু একটি দেশ বা বিচ্ছিন্ন কোন দেশের ঘটনা নয় বরং এ বাতাস এখন পৃথিবীর বহু দেশে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রথমে গিনি কোনাকরির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন আইভরিকোস্টের মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে কুপিঙ্গা গ্রামে যাই। তাদেরকে জামাতের বার্তা পৌঁছাই। নর ও নারী সকলেই গভীর মনোযোগের সাথে আমাদের তবলীগ শুনে এক বন্ধু বলে উঠেন, ইতিপূর্বেও অনেকেই এখানে তবলীগের জন্য এসেছিল কিন্তু এত সুন্দর বার্তা পূর্বে আমরা কখনও পাইনি। এরপর প্রায় ৩০০ মানুষ তখনই জামাতভুক্ত হয়। এরপর তাদেরকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কথা প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে, আজ তাহরীকে জাদীদের চলতি বর্ষের শেষ দিন। এ কথা শুনে গ্রামের চীফ এবং ইমাম গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যেআজই আমরা আহমদী হয়েছি এবং আজই আমরা আহমদীয়া জামাতে যোগ দিয়েছি, কিন্তু সর্বাবস্থায় আমরা এই বরকতময় তাহরীকে অংশ নেব। এ প্রেক্ষিতেগ্রামবাসীরা তাৎক্ষনিকভাবে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক একত্রিত করে তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করে।

কুরবানীর আরেকটি ঘটনা রয়েছে আফ্রিকার আরেক দেশ তানজানিয়ার। মুয়ানযা অঞ্চলের এক বন্ধুর তাহরীকে জাদীদ খাতে ওয়াদা ছিল দুই লক্ষ সিলিং যার মধ্য থেকে এক লক্ষ সিলিং তিনি পূর্বেই আদায় করেছেন। এক লক্ষ বাকি ছিল। আমীর সাহেব লিখেছেন, অক্টোবরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, আপনার এক লক্ষ সিলিং এখনও বাকি আছে অথচ তাহরীকে জাদীদের বছর সমাপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি এখন সফরে রয়েছি, তথাপি কোন ব্যবস্থা করছি। তিনি একজন বাস ড্রাইভারের হাতে এই টাকা পাঠিয়ে দেন আর তাকে বলে দেন, এগুলো আমার চাঁদার টাকা যা পরিশোধ করা খুবই জরুরী।

তাই সেখানে পৌঁছেই পুরো টাকা মুয়াল্লিম সাহেবকে দিবে, তার নাম ও ঠিকানা তাকে দিয়েদেন। সেই বাস ড্রাইভার বাস স্ট্যান্ড-এ পৌঁছেই মুয়াল্লিম সাহেবকে ফোন করে বলে, আপনার একটি আমানত আমার হাতে আছে, এসে নিয়ে যান। মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদা আনতে গেলে সেই ড্রাইভার মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, তিনিও আহমদী হতে চান। এই বাস ড্রাইভারের স্ত্রী-সন্তান পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হতে পারছিল না বলেনিজে আহমদী হন নি। কিন্তু এখন বলেন, এ কথাটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আজকের বস্তুবাদি বিশ্বে মানুষ যখন সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসে আর আমরা তো দারিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ, তথাপি কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষ সৃষ্টি করলেন যারা আল্লাহ্র পথে আর্থিক কুরবানী করে সত্যিকার আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ করে! এভাবে সেই আহমদী বন্ধু যিনি বাস ড্রাইভারের হাতে তার চাঁদার টাকা পাঠিয়েছিলেন তার এভাবে চাঁদা পাঠানো সেই অ-আহমদীকেও আহমদীয়াতভুক্ত করার কারণ হয়েছে।

অতএব, এই হল সদিচ্ছায় দেয়া চাঁদা, যার ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ পায়।প্রিয় সম্পদ থেকে প্রদত্ত আর্থিক কুরবানী এক পুণ্যবান ব্যক্তির সংশোধনের কারণ হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা ফল দেয়ার বিভিন্ন মাধ্যম প্রয়োগ করে থাকে।

একইভাবে সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের জামাতের এক সদস্যের নাম ওমর সাহেব। তার পিতা অ-আহমদীছিলেন। গিনি কোনাকরির থেকে ভীষণ অসুস্থতা নিয়ে আসেন, প্রাথমিক চেকআপ এবং ঔষধ দেয়ার পর ডাক্তাররা প্রোস্টেইট-এর অপারেশন প্রস্তাব করেন কিন্তু ওমর দিয়ালু সাহেবের কাছে পিতার অপারেশন করানোর জন্য পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। এত বড় ঋণ করাও তার জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল। খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তিনি বলেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ আরম্ভ হলে জুমুআর খুতবায় আমি যখন তাহরীকে জাদীদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করি, পরের দিন ওমর সাহেব মসজিদে এসে বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার রশিদ কাটুন। আমীর সাহেব বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কেআমি জানতাম। তাই আমি বললাম, আপনার অবস্থা পূর্বেই ভালো নয়, আপনার পিতা অসুস্থ্য, আপনি আর্থিক কুরবানী কিভাবে করবেন। তিনি বলেন, গতকাল যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে এটি আপনি খোদার সাথে ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই আল্লাহ্র সাথে আমি ব্যবসা করতে এসেছি। তাই আমার রশিদ কাটুন। তিনি বলেন, দু'দিন পর আমি যখন তার পিতাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে যাই তখন তার পিতা বাইরে আরাম কেদারায় বসেছিলেন। ওমর সাহেব কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসেন এবং বলেন, আজকে আমার ব্যবসা লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। আমার পিতা আল্লাহ্র ফযলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ্য। ব্যাথা-বেদনা কিছুই নেই। কিছুদিন পর ডাক্তার পুনরায় চেকআপ করে বলে, অপারেশনেরও কোন প্রয়োজন নেই। এই ঘটনার পর তার পিতাও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অতএব, অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লার সাথে এগুলো নগদ ব্যবসাহয়ে থাকে।

গত সপ্তাহে মসজিদ উদ্বোধন করতে গিয়েও এখানকার এক ব্যক্তির কথা আমি বলেছিলাম, মসজিদের কাজ করাকে কিভাবেতিনি প্রাধান্য দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লাওতার জন্য অলৌকিকভাবে বড় অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজন দুনিয়ার বস্তুবাদী মানুষ এটিকে হয়তো দৈব বিষয় জ্ঞান করবে কিন্তু যারা খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা বিশ্বাস করে, যা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপায় হয়েছে।

অনুরূপভাবে কঙ্গো কিনসাশার একটি জামাতের নাম হল বুন্ডা আর এক বন্ধুর নাম আইয়ূব সাহেব কোকুন্ডুলু। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমি জামাতী কাজে যোগ দিতাম না, আমার ছেলে সবসময় অসুস্থ্য থাকত, তার চিকিৎসা খাতে অনেক ব্যয় হত। তিনি বলেন, আমাকে স্থানীয় আমেলায় সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে আমি চিন্তা করলাম, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে অতএব, আমার আর্থিক কুরবানী জামাতের জন্য আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। দূর-দুরান্তের একটি দেশে, ছোট্ট একটি স্থানে এক দরিদ্র ব্যক্তির হৃদয়ে এ ধারণারউদয় হয় যে, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে তাই আমার কুরবানীর মানও অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি আর চাঁদার কল্যাণে আমার অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমার জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতেভরে উঠে। আমার ছেলেও এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত। আমি মনে করি এসবকিছুই জামাতের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীর ফসল। 'পেট কেটে কুরবানীর করা'-এ পরিভাষা ব্যবহার হতে আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম মানুষ ততক্ষণ উদঘাটন করতে পারবে না যতক্ষণ না এ ধরণের ঘটনা সামনে আসবে। গরীব মানুষের কুরবানীর মান দেখে এসব বিষয়ে স্পষ্ট হয়।

গাম্বিয়ার এক ভদ্র মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, গ্রামের নাম হলো জুভিদা। সেই ভদ্র মহিলাকে তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার কাছে শুধু চাউল ক্রয় করার জন্য একশত ডালাসী রয়েছে আর বাড়িতে

একটি চাউলও নেই। তিনি আরো বলেন, তার একমাত্র পুত্র যে পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ছিল সে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। মানুষ বলে, সে মারা গেছে। কেননা সে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। কিন্তু একইসাথে সেই ভদ্র মহিলা বলেন, ঠিক আছে কোনভাবে ধার দেনা করেআমি দিনাতিপাত করে নিব। খাবারের এ টাকা তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে নিয়ে নিন।আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমার কোন ব্যবস্থা করবেন। এ ঘটনার তিন দিনের মাথায় তার ছেলে যে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশছিল সে ফিরে আসে আর সাথে করে দশ বস্তা চাউল এবং বিশাল এক অঙ্কের টাকাও নিয়ে আসে। সেই ছেলে বলে, নিরুদ্দেশ কালীন সময়েসে নির্মাণ কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল আর এখন শহরে বসবাসরত অবস্থায় সে অনেক বড় বড় ঠিকাদারী কাজ পাচ্ছে। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, এটি আমার সেই সময়ের আর্থিক কুরবানীরই ফসল আর ভবিষ্যতে আমি সবসময়ই আর্থিক কুরবানী করে যাব। এটি কি বিপ্লব নয়, যাআল্লাহ্ তা'লা দূর দেশে বসবাসরত লোকদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার ফলে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই বিপ্লব। এই ভদ্র মহিলার ঈমানী অবস্থা দেখুন, কত উচ্চ মার্গের। তিনি তার ক্ষুধার ভ্রুক্ষেপ করেননি আর আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা-ও বিস্ময়কর।

মালী থেকে জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এক আহমদী ভদ্রমহিলা যার বয়স প্রায় ৮০ বছর, তিনি নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। একদিন তিনি এক কিলোমিটার দূরের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটেমিশন হাউসে চলে আসেন।গরমে তার অবস্থা শোচনীয় ছিল। এ সব দেশে ভীষণ গরম পরে।আমাদের মুবাল্লিগ বলেন, আমাকে বললে আমিই এসে চাঁদা সংগ্রহ করে নিতাম। তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমি আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বুঝেছি তখন থেকে আমি চাই না যে, আমার কোন পুণ্য নষ্ট হোক। আর পায়ে হেঁটে আসার কারণ হল, রিকশা ভাড়ার টাকাটাও যেন আমি চাঁদার খাতে দিতে পারি। অতএব, এগুলো হল দূর-দুরান্তে বসবাসকারী মানুষের ঈমানের মান।

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আহমদীদের ঈমানকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে দৃঢ় করেন তা-ও প্রতিটি ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়।

বেনিনের মুয়াল্লেম যাকারিয়া সাহেব একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,সিনেপোতা নামের একটি জামাতের প্রেসিডেন্টের চাকরি চলে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সেই দিন গুলোতেই তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়। কিছুদিন পর তিনি বলেন, আমাকে যখন চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয় আমি গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ্! কোন উপায় সৃষ্টি কর যেন আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে পারি। রাতও আমার গভীর উৎকণ্ঠার সাথে অতিবাহিত হয়। সকালে ফযরের নামায শেষ করার পর কাজের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে যাই, সেখানে কোন কাজ পাইনি। কিন্তু এক ব্যক্তি তার পশু বিক্রির জন্য কোথাওযাচ্ছিল, আমি তাকে একটু সাহায্য করি। সে আমাকে পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দেয়। তিনি বলেন, এই টাকা থেকে দুই শত ফ্রাঙ্কের খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করি এবং এক শত ফ্রাঙ্ক আমার স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে দেই আর দুই শত ফ্রাঙ্ক চাঁদা খাতে আদায় করি। তিনি বলেন, খোদা তা'লা এই তুচ্ছ কুরবানীর কল্যাণে এমনভাবে কৃপাধন্য করেছেন যে, চাঁদা দেয়ার ঠিক চার দিন পর তিনি কাজ পান আর এত স্বল্প সময়ে যথাযথ কাজ পাওয়া কোন দৈব বিষয় নয় বরং খোদার বিশেষ কৃপা।

এগুলো ছিল আফ্রিকার ঘটনাবলী। ভারত থেকে তাদের আন্দ্রা এবং তিরেঙ্গানা প্রদেশের ইন্সেপেক্টর তাহরীকে জাদীদ সাহাবুদ্দীন সাহেব লিখেন, হায়দারাবাদের এক বন্ধু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য।তিনি তার ব্যবসায় বিশ হাজার বিনিয়োগ করেন। ছোট্ট একটি দোকান চালান। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। এই হল প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা। নামাযের সময় ব্যবসা বন্ধ। বছরের এক মাসের পুরো আয় তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে আদায় করেন। এ বছরও তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে ষাট হাজার রুপী চাঁদা দিয়েছেন। তিনি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি বলেন, একদিন আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে নিন। তিনি বলেন, যেভাবে চলছে, চলতে দিন। পৃথিবী যেভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ অবস্থায় সম্পদ জমা করার কী প্রয়োজন আর কেনই বাআমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকব না?

অনুরূপভাবে পাকিস্তান থেকে নায়েব উকীলুল মাল লিখছেন, শিয়ালকোটের এক খাদেমের সাথে সাক্ষাত হয়। তার ওয়াদা ছিল পনের হাজার রুপী, আমি তাকে বললাম, পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ করুন। তিনি তাই করেন। তিনি জুতা রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, প্রথম দিকে পাঁচ হাজার রুপী চাঁদা দিতেন, পরে দশ হাজার, পরে আরো বৃদ্ধি

করেন এবং পরে পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ রুপী করেন। এখন তিনি বলেন, যে ফ্যাক্টরি তিনি ভাড়ায় নিয়েছিলেন সেই ফ্যাক্টরি তিনি কিনে নেন এবং ব্যবসার উন্নতি হয়।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন, সেখানকার এক ব্যক্তি বলেন, আমার একটি মটরসাইকেল থাকলে ছেলের সাথে জুমুআ পড়তে যেতে সুবিধা হবে। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, দোয়া করুন এবং নিয়মিত চাঁদা দিন। এরপর তিনি তার এবং তার পরিবারের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। স্বল্প সময়ের মাঝে খোদা কৃপাধন্য করেন। মোটরসাইকেল ক্রয় করার তৌফিক লাভ করেন। এখন সেই বাড়িতে একটির জায়গায় তিনটি মোটরসাইকেল। তিনি ওসীয়্যত করেছেন আর তার আয়ওবৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে কানাডাতেও কিছু মানুষ এমন আছেন। আমীর সাহেব লিখছেন, যাদের চাঁদা ওয়াদা এক হাজার ডলার ছিল তারা বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আদায়ও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর মসজিদ খাতেও তিনি বিশ হাজার ডলার চাঁদা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এখানেও কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার এক হাজার কানাডিয়ান ডলার ওয়াদা ছিল কিন্তু কাছে টাকা ছিল না। সন্ধ্যার সময় স্বামীর ফোন আসে যে, অমুক ব্যক্তি চেক দিয়েছেন। আমি বলি, এক হাজার ডলারের চেক? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানলে? সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমার চিন্তিত ছিলাম,আমাকে তাহরীকে জাদীদ-এরএক হাজার ডলার চাঁদা দিতে হবে। আমি ভাবলাম, আল্লাহ্তা'লা ব্যবস্থা করেছেন, হয়তো এত টাকার চেকই হবে।

অনুরূপভাবে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ক্রোয়েশিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, দারিদ্র্যের কারণে চাকরি অনেক কম। মানুষের একটি বড় শ্রেণী এমন আছে যাদের আয় উপার্জনের কোন উপায় নেই। এরা হয় আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে কোন টাকা পেলে অথবা এক বা দু'দিন মেয়াদের কোন কাজ পেলেতা দিয়েই এদের জীবন নির্বাহ হয়। এক বয়োবৃদ্ধ আহমদী বন্ধু যার জামাতী কাজের গভীর আগ্রহ রয়েছে, প্রায় পুরো সময় তিনি জামাতী কাজে অতিবাহিত করেন। কিন্তু যখন জামাতের কাজ থাকে না তখনও কোন না কোন কাজ এমন খুঁজেন যার মাধ্যমে জামাতেরই কল্যাণ হয়। প্রায় এক বছর যাবৎ তিনি খালি বোতল বা ক্যান জমা করছিলেন। যাতে কোন রিসাইকেলকারীদের (বা ভাঙ্গারীকে) দিয়ে কিছু টাকা পাওয়া যায়। সারা বছর তিনি ক্যান জমা করেন এবং রিসাইকেলকারীদের দেন। এ কাজ করে পুরো বছরে তিনি শুধু ত্রিশ ডলার পান। সেগুলো নিয়ে সোজা মসজিদে আসেন এবং এ থেকে দশ ডলার তিনি চাঁদা খাতে প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা ছিল, তাইএআমি খাতে এই টাকা প্রদান করলাম। সারা বছর তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, সেই পারিশ্রমিকের তিন ভাগের এক ভাগ তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জার্মানী থেকে সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেছেন, এক ভদ্রমহিলা, তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেননি। তিনি তাহরীকে জাদীদ অফিসে আসেন এবং তার সব গহনা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। এই গহনা এত বেশি ছিল যে, গহনা ও অলংকারে পুরো টেবিল ভরে যায়। স্বর্ণের হার, আংটি, চুড়ি এরূপ অনেকজিনিস ছিল। কিন্তু তিনি অনুরোধ করেন, আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। আমার কুরবানী যেন শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্য বলে গন্য হয়। গহনা ও অলংকার নারীদের দুর্বলতা। কিন্তু আহমদী মহিলারা তা কুরবানী করেন। এখানেও এক আহমদী মহিলা সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি আমার সমস্ত অলংকার চাঁদা খাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, মসজিদ তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে। কিন্তু আমার শশুড় বাড়ির লোকরা এ বিষয়টি খুব অপছন্দ করে এবং বলে, কেন এমনটি করলে? বিভিন্ন ধরণের খোটা ও খোচা দিতে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ্তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এই ভদ্র মহিলাকেওআল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করবেন এবং বর্ধিত করে দিবেন যিনি আল্লাহ্রসন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করেছেন। কিন্তু তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা তাদের বা অন্য কাউকে কুরবানী করতেনিষেধ করে বা বাধা দেয়।আল্লাহ্তা'লাই সম্পদ দান করেন আর যারা অকৃতজ্ঞ তাদের সম্পদ তিনি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন, এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তাই যে সব মানুষের মাথায় এমন ধ্যান-ধারণা জাগ্রত হয় তাদের অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত।

রাশিয়াতেও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এক বন্ধু লিনার সাহেব বলেন, তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, ভাড়া বাসায় থাকতেন, নানা প্রকার আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। কিন্তু তার লাজেমী বা আবশ্যকীয় চাঁদা এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্য অনুসারে আদায় করে আসছেন। তিনি বলেন, চাঁদার কল্যাণে আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়াশোন শেষ হওয়ার পরই সরকারী চাকরী পান, সরকার বাচ্চাদের আবাসনের জন্য ঋণও দিয়েছে, এখন আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো হয়েগেছে। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের হাতে দু'টো গাড়িও এসেগেছে। তিনি বলেন, এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেয়ার কল্যাণ। ইতিপূর্বে কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা চাঁদা দেয়া অব্যাহত রেখেছি আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। দেখুন! রাশিয়ায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করছেন, আফ্রিকান আহমদীকেও স্বীয় দানে ধন্য করছেন, ইন্দোনেশিয়ার লোকদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন, অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপেও আহমদীদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লারএ সবআচরণ প্রমাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেমিকদের জামাত প্রদানের এবং তাদের ঈমানী উন্নতি দানেরযে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেনতা রক্ষা করছেন। যারা আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানী উন্নতিও দান করেন।

আর্থিক কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ভাজন হওয়ার অগণিত ঘটনা আছে, যা আমার কাছে এসেছে কিন্তু সেগুলো থেকে বাছাই করে নেয়া আমার জন্য কঠিন ছিল, এর কয়েকটি আমি উপস্থাপন করেছি। যেভাবে আমি বলেছি,প্রায়সব দেশেরঅধিবাসীদের সাথেইআল্লাহ্ তা'লা এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অগনিত এবং অঢেল সম্পদে ভূষিত করেন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার এ প্রমাণই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরবানী করার ফলে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এর কারণ হল, এ চাঁদা খোদার ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য ব্যয় হয়। দরিদ্র কবলিত দেশের মানুষ চাঁদা দেন কিন্তু তাদের ব্যয় তাদের চাঁদারতুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই সম্পদশালীদেশগুলো থেকে সংগৃহীতচাঁদা থেকে কেন্দ্র এমন সব দেশে ব্যয় করে যাদের ব্যয় নির্বাহ করতে তাদের চাঁদা যথেষ্ট নয়। শত শত স্কুল, অনেকগুলো হাসপাতাল, শত শত মিশন হাউস, মসজিদ, প্রতি বছরই নির্মিত হয়। আর এ জন্য অর্থের প্রয়োজন পরে। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনুরূপভাবে এম.টি.এ.-এর খাতেও বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। যদিও তরবিয়্যত ও এম.টি.এ.-এর পৃথক পৃথক খাত রয়েছে, যে খাতে মানুষ চাঁদা দিয়ে থাকে কিন্তু এই চাঁর তুলনায় এর ব্যয় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এম.টি.এ. সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই যে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানে এম.টি.এ. শুনার প্রচলন যতটা হওয়া উচিত ততটা নেই।কমপক্ষে আমার খুতবা সরাসরি শুনে না। জামাত যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে তা জামাতের তরবিয়্যতের জন্যই করছে। সময়ের পার্থক্য থাকলেও পুণঃস্প্রচারের সময় খুতবা শুনা উচিত। অসংখ্য অ-আহমদীরাও শুনে এবং আমাকেতারালিখেও যে, আমরা অ-আহমদী কিন্তু আপনার খুতবা শুনছি। আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-কে একটা মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন, খিলাফতের সাথে জামাতের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য।বাড়িতে আপনারা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন তবে ধীরে ধীরে আপনাদের সন্তান-সন্ততি দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন, ইনশাআল্লাহ্। নিষ্ঠাবান মানুষও আসবে আর আপনারা দেখেছেন, নবাগতদের মাঝে এ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও এমন যেন না হয় যে, নবাগতরা সব কিছু নিয়ে যাবে আর পুরনোরা এটি নিয়েই গর্ব করবে যে, আমাদের বাপ-দাদা সাহাবী ছিলেন আর আমরা পুরনো আহমদী। আল্লাহ্‌তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই, পুরনো আহমদীরা যদি দূরে সরে যায় তবেবাপ-দাদা বা তাদের আত্মীয়-স্বজনসাহাবীহলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং অনুশোচনার সময় আসার পূর্বেই নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন আর এর সর্বত্তোম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরএম.টি.এ.দিয়েছেন। একে কাজে লাগান। আরো অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম এম.টি.এ.-তে সম্প্রচারিত হয়, কিন্তুকমপক্ষে অবশ্যই খুতবা শুনা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের সারাংশ শুনি দিয়েছেন, তাই আমি জানি খুতবায়কীবলা হয়েছে। সারাংশ শুনা এবং পুরো খুতবা শুনার মঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

আমি যেভাবে বলেছি, তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের সুচনা হচ্ছে। পুরনো বছরের অবসান হচ্ছে। এখন আমি নতুন বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। কানাডা থেকে মনে এই প্রথমবার এই ঘোষণা করা হচ্ছে। জামাতের প্রতি এটি খোদার অনুগ্রহ, জামাত এতটা এখন বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ১৯৩৪ সনে আহরার জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বা নির্মূল করার কথা বলত। কাদিয়ানের প্রতিটি ইটকে ধূলিস্যাৎ করার দাবি করত, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের এলান করে ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিশনারী বা মুবাল্লেগ প্রেরণের একটি পরিকল্পনা হাতে নেন। তবলীগের একটি সুন্দর এবং সম্পুর্ণ পরিকল্পনা

প্রণয়ন করেন। আজকে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচিত। পৃথিবীর ২০৯টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ জামাত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র জামাত যাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কোথায় দেখুন কাদিয়ানেই গোলা টিপে আহমদীয়াতের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার দাবি করত, কোথায় আজকে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদের বাণীকে তাঁর এক তুচ্ছ দাস পৌঁছাচ্ছে, প্রচার করছে। হযরত মসীহ্ মওউদের সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। অতএব সকল আহমদীর এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কথাগুলো তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যাস্ত করে, সেই দায়িত্ব পালন করা আপনাদের সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন। এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিচ্ছি আর রীতি অনুসারে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। খোদার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের যে বছর অতিবাহিত হয়েছে আর যা ৩১ অক্টোবরে সমাপ্ত হয়েছে এটি ৮২তম বছর ছিল। ১লা নভেম্বর থেকে ৮৩তম বছরের সূচনা হয়েছে। আমি এর ঘোষণা দিয়েছি ইতোমধ্যেই। খোদার কৃপায় প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে জামাতে আহমদীয়া এ বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা হিসেবে দেয়ার বা সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এটি গত বছরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড বেশি। বিভিন্ন জামাতের পজিশনের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান সব সময় প্রথম স্থানে থাকে । এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থান কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত, দশম ঘানা আর এগারতম স্থান অধিকার করেছে সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের মাথাপিছু আয় বেশি হয়ে থাকে, তাই তাদের নাম এসেছে নতুবা দশ পর্যন্তই তালিকায় নাম উল্লেখ করা হয়।

মাথা পিছু আয়ের দিক থেকে বা মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। তারপর সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান, কানাডা যথাক্রমে। এরপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের জামাতগুলোর নাম নেই না, সেই জামাতগুলো এই পাঁচটির ওপরে রয়েছে।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর রয়েছে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বুর্কিনাফাঁসো, ক্যামেরুন, সিয়েরালিয়ন, লাইবেরিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং মালী যথাক্রমে।

চাঁদা দাতাদের সংখ্যায় এ বছর ৯০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪ লক্ষ ৪ হাজারের অধিক মানুষ মোটের ওপর চাঁদা দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বেশি চেষ্টা করেছে বেনীন, নাইজার, মালী, বুর্কিনাফাঁসো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল এবং ক্যামেরুন। এদিকে অধিক দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র।

দপ্তর আউয়াল বা তাহরীকে জাদীদের প্রথম বছর চাঁদা দাতাদের যে তালিকা খাতা ছিল সেগুলো খোলা রয়েছে। সেই খাতে চাঁদা আসছে, তাদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে বা তাদের কেউ কেউ যারা নিজেরা জীবিত আছেন তারা নিজেরাই দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাতের ভিতর প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। চাঁদা আদায়ের দিক থেকে দশটি শহুরে জামাতের নাম হলো, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, মুলতান, কোয়েটা, পেশাওয়ার, গুজরানওয়ালা, হায়দ্রাবাদ, হাফেজাবাদ, মিয়াওয়ালী কোটলিখানওয়াল এবং ভাওয়াল নগর যথাক্রমে। পাকিস্তানের যে দশটি জেলা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে, দারিদ্রতাসত্তেও পাকিস্তানের চাঁদা অনেক উন্নতমানের, শিয়ালকোট প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে সারগোদা, গুজরাত, উমরকোট, উকাড়া, নারওয়াল, মিরপুর খাস, টোবাটেক্সিং, মান্ডিবাহাউদ্দিন এবং মিরপুর আজাদ কাশ্মির।

জার্মানির প্রথম দশটি জামাত যথাক্রমে, রোডার মার্ক, নয়েস, ওয়নেগার্ডেন, রাইনহার্ম সাউথ, ফ্লুরজহার্ম, লিমবার্গ, কোলন, কোবলেঞ্জ, নিদা, মাহদী আবাদ। আর দশটি স্থানীয় এমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে, হ্যামবুর্গ এরপর গ্রাসগেরাও, মোরফিল্ডেন, বুল্ডোফ, উইযবাদেন, ডাটস্টানবাখ, অফেনবাখ, ম্যানহাইম, ডামস্ট্যাড এবং রিচাডিস্টেড যথাক্রমে।

মোট চাঁদা আদায়ের দিক থেকে ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, যথাক্রমে লন্ডন-বি, লন্ডন-এ, মিড ল্যান্ডয, নর্থ ইষ্ট এবং সাউথ রিযন। আর চাঁদা আদায়ের দিক থেকে দশটি বড় জামাত হল যথাক্রমে মসজিদ ফযল প্রথম স্থানে এরপর রেইন্সপার্ক, গ্লাসগো, বার্মিংহাম সাউথ, নিউ মল্ডেন, ব্র্যাডফোর্ড, ইসলামাবাদ, জিলিংহাম, মওসুক ওয়েষ্ট এবং উইম্বলডন পার্ক।

মাথা পিছু চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি অঞ্চল যুক্তরাজ্যের সাউথওয়েষ্ট, ইসলামাবাদ, স্কাটল্যান্ড, মিডল্যান্ড এবং নার্থইষ্ট যথাক্রমে। আর বড় জামাতগুলো হল ব্রমলে, লোইশাম, ল্যামিংটন স্পা, ইসলামাবাদ, ক্যানথো, বার্মিংহাম সাউথ, ওয়াস্টার পার্ক, জিলিংহাম, বুরানমাউন্ড, সাউথ হ্যামপাটান, মসজিদ ফজল এবং মউসক ওয়েষ্ট।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে পিস ভিলেজ, দ্বিতীয় স্থানে ভোন। (পিজ ভিলেজ এবং ভোন পৃথক পৃথক জামাত কি না আমীর সাহেব) ক্যালগেরী, ব্রামটান, ভেনকুভার এরপর রয়েছে মেসিসাগা। কানাডার সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম এ্যাডমিন্টন ওয়েষ্ট, ডারহেস, সিসকাটন সাউথ, সিসকাটন নোর্থ, মিল্টন ইষ্ট, আটোয়া ওয়েষ্ট, আটোয়া ইষ্ট এবং রিজাইনা। আমার ধারণা ছিল ল্যাডম্যান্সস্টার জামাতও ভাল এক্টিভ জামাত, প্রেসিডেন্ট সাহেবও খুবই কর্মঠ মনে হত, সেখানকার লোকদের আর্থিক অবস্থাও আমাকে বলা হয়েছে ভাল, তারা কোন বিশেষ স্থান দখল করেনি।

মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার জামাতগুলো হলো, সিলিকন ভ্যালী প্রথম, আশকোশ, ডেট্রয়েট, সিয়াটল, ইয়ার্ক, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এ্যাঞ্জেলেস, সিলভারস্পেং, সেন্ট্রালজার্সি, সিকাগো, সাউথওয়েষ্ট, লস এ্যাঞ্জেলেস ওয়েষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হলো যথাক্রমে, কেরেলাই কেরেলা, কেরেলার ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, আন্দ্রাপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ, কেরেলার পারথাপ্রেম, কাদিয়ান, কেরেলার কান্নুর টাউন এবং কেরেলার পাঙ্গাডী, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, আর তামিলনাডুর প্রিসেলর।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ প্রথমস্থানে রয়েছে কেরেলা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র যথাক্রমে। ভারতে গত কয়েক বছর থেকে অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে, প্রথমে এরা অনেক পিছিয়ে ছিল পূর্বে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামাত, অস্ট্রেলিয়াও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উন্নতি করছে, মেলবোর্ন, বারবিক, কাসেল হিল, এসিটেসক্যানভেরা, মার্সডন পার্ক, ব্রিসবেন লোগান, বিজট মেলবোর্ন লোগওয়ান, এডিলেড সাউথ, প্লামপাটন মেলবোন ইষ্ট। এরপর মাথাপিছু আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দশটি জামাত হল তাসবানিয়া, বেসবোন নোর্থ, ক্যাথবেরা মেট্রো, ডারবোন, পেরামেটা, মেলবোর্ন, ব্যারবিক পার্ক, মুয়াজিন পার্ক, ক্যাসেল হিল।

আল্লাহ্ তা'লা সকল সকল চাঁদা দাতাদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন, ভবিষ্যতও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানীর তৌফিক লাভ করে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও দৃঢ় হবে এই দোয়াই আমি করি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জরুরী এলান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আগামী ২৪ থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০১৬ ইং পর্যন্ত 'সত্যের সন্ধানে' প্রোগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে। বৃহঃ রাত ৮টা থেকে ১০টা, শুক্রবার হুযুরের খুৎবার পর রাত ৮.৩০ মিনিট থেকে ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত ও শনি ও রবিবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে।অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন এবং **পূর্ণ প্রস্তুতি** গ্রহণ করুন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
নায়েব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

খুতবা সানিয়ায় এ এলানটি পড়ে শুনানোর জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করছি।